নববর্ষের ভাবনায়

জয়নাল আবেদীন

সিডনীতে এখন শরৎকাল। সুন্দর আবহাওয়া । চমৎকার সুন্দর সব শারদীয় সকাল। বাড়ীর সামনের ছোট্ট লনের সবুজ ঘাসের ডগায়, গাছের পাতায় শিশিরের নৈসর্গিক উপস্থিতি। সকালের মিষ্টি রোদের আলতো পরশে তা ঝিকি-মিকি, বর্ণিল। বাড়ীর উঠোনে, সামনের আঙিনায় Rhododendrons এর শাখায় অপূর্ব বেগুনী ফুলের মেলা। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া হালকা মেঘের ভেলা, দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভাসমান। সকালের বাতাসে হালকা শীতের মিষ্টি ও আলতো পরশ। আজ শনিবার, ১৪ই এপ্রিল, বাংলা বছরের প্রথম দিন। পহেলা বৈশাখ, ১৪১৪। সিডনীর এ্যাশফিল্ড পার্কে প্রতীতির আয়োজনে ছিল বর্ষ বরণের সুন্দর বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠান। প্রতীতির শিল্পীদের কণ্ঠে গান আর কবিতা শোনার ফাঁকে ফাঁকে মন ছুটে যায় বহু স্মৃতি বিজড়িত রমনার সেই বট-মূলে। বট-মূলের সেই লাল সান বাঁধান চত্বর, বিশাল বৃক্ষ, রমনা লেকের নীল পানি, পাশের ছোট্ট রেস্তরা, নতুন বছরের প্রথম অরুণিমার কোমল মধুর স্পর্ষ, অসংখ্য মানুষের স্বচ্ছন্দ পদচারণায় জীবন্ত প্রাঙ্গণ, ছায়ানটের শিল্পীদের মিষ্টি মধুর কণ্ঠে "এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো", সবই জীবন্ত হয়ে দিব্য চোখে ভেসে উঠে। প্রতীতির পরিচিত শিল্পীদের সব মুখ কখন মনের অজান্তে রমনার বটমুলের ছায়ানটের অসংখ্য অপরিচিতি মুখের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বাঙালীর প্রাণের এমন একটা অনুষ্ঠান এতদিন ধরে নিতান্ত আন্তরিকতায় সিডনীর বুকে সচল ও জীবন্ত করে ধরে রাখার জন্য প্রতীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতীতিকে তাই দর্শক-শ্রোতাদের সারি থেকে জানাই ধন্যবাদ, শুভ নববর্ষ।

পহেলা বৈশাখ-১৪১৪, এ্যাশফিল্ড বটমুলে প্রতীতীর বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শিল্পীরা

বোশেখ এলেই নতুন করে মনে পড়ে পল্লী মায়ের সেই শ্বাশত ও চিরন্তন রুপ। স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে কতশত সব ছবি। মুকুলিত আম্রকাননে ভ্রমরের সেই গুঞ্জন, দমকা হওয়ায় উড়িয়ে নেয়া শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি, ক্লান্ত-ঘর্মাক্ত ঘুঘু ডাকা সব দুপুর, দুরের মাঠ থেকে ভেসে আসা রাখাল ছেলের বাঁশের বাঁশীর মোহনীয় সুর, শুকনো খটখটে নদী, ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত পথিক, ঈষাণ কোনে জমে উঠা ঘনকালো মেঘের ঘনঘটা, কাল বৈশাখীর ঝড়। বোশেখ এলেই এখন ও মনে পড়ে পাড়ার ছোট্ট মুদির দোকানের করম আলী চাচার কথা। এক মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি-গোঁফের ভিতর থেকে উঁকি দেয়া তার মিষ্টি হাসি, সামনে রাখা হাল খাতা। এক পাশে সাজানো কয়েক রকম মিষ্টি। বাংলার আর বাঙালীর

পহেলা বৈশাখ-১৪১৪, রমনার বটমুলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শিল্পীরা

এই সুখ স্মৃতি ঘুরে ফিরে আসে, বার বার প্রতিবার। যেখানেই থাকি, যতদুরেই থাকি নাড়ির টানেই তা কাছে টানে।

নতুন বছর এলেই আসে নতুন আসা, নতুন প্রত্যাশা। আসে সবার জন্য সুখ ও শান্তি বয়ে আনার অনেক শুভ কামনা। তারপরেও স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও সাধারণ বাঙালীর জীবনে সুখ আসেনি । বিশেষতঃ যাদের হাত দিয়ে আসার কথা ছিল, যাদেরকে সুখ-শান্তির কান্ডারী করে পাঠানো হয়েছিল তারা হতাশ করেছে, বার বার, প্রতিবার। সুনীলের সেই বিখ্যাত কবিতার চরণ, "তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি" নয় গত ছত্রিশ বছরেও কেউ কথা রাখেনি।

১৪১৩ সালের শেষার্ধ থেকে বাঙালীর ভাগ্যের স্থবির চাকায় মনে হয় কিছুটা গতির সঞ্চার হয়েছে। প্রফেসর ইউনুস ও তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শান্তিতে নোবেল প্রাইজে বাংলাদেশী ও সেই সাথে সব বাঙালীর মুখ আজ উজ্জ্বল। ওয়েষ্ট ইন্ডিজে বাংলার দামাল ছেলেরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অনেক চমৎকার সব ঘটনার জন্ম দিয়েছে। ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে তারা হারিয়েছে শক্তিশালী নিউজিল্যান্ড দলকে। এক সময়ের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত ও নতুন আসা দেশ বারবাডোসকে হারিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ট আট জাতী ক্রিকেটে নিজেদের নাম অন্তর্ভূক্ত করেছে। সেই সাথে বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর ক্রিকেট দল (এক দিনের খেলার) সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকে বিস্মিত ও জাতীকে করেছে গৌরবান্বিত। ঘটনা ঘটা মনে হয় শুরু হয়েছে। এই চাকাকে এখন সচল রাখার দায়িত্বটুক শুধু কাঁধে তুলে নিতে হবে।

অনেক দ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতার অবকাশ থাকলেও বাংলাদেশের সম-সাময়িক কালের রাজনৈতিক অবস্থানে জাতী সুখী না হলেও মনে হয় সাময়িক ভাবে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে। নির্বাচন নিয়ে বিদায়ী সরকার ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর দাবী-পাল্টাদাবী, অবরোধ, প্রতিরোধ, স্বেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতায় যখন সমস্ত জাতীয় জীবন বিপর্যস্থ, তখন দেশে সেনা সমর্থিত নতুন তত্বাবধায়ক সরকার এবং অনাকাঙ্খিত হলেও জরুরী অবস্থা ঘোষণায় ওষ্ঠাগত প্রাণ জাতী শেষ মুহুর্তে বেঁচে উঠার নতুন ও শেষ আশায় উজ্জিবিত। তত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপে আম-জনতা আনন্দিত। আইনের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, দূর্নীতি দমন, অপরাধী গ্রেফতার ও শাস্তির বিধান, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলে কথিত গড ফাদারদের গ্রেফতার ও সাজার বিধানে জাতীর প্রাথমিক আস্থা অর্জনে তারা পুরোপুরি সক্ষম। শুধু সাধারণ জনতা কেন, বিরোধী দলীয় নেত্রীও নতুন তত্ববধায়ক সরকারের কর্মকান্ডে ভীষন খুশী । এতই খুশী যে, আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি খোলা চেকে স্বাক্ষর দেয়ার মতো আগ বাড়িয়েই বলে গেছেন, ক্ষমতায় গেলে তত্বাবধায়ক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডকে তিনি অনুমোদন করে নেবেন।

" So Pervasive and debilitating is the corruption in Bangladesh's public life that the army's drive is still popular" - The Economist, April 19, 2007.

ফখরুদ্দিন আহমেদ ও নতুন তত্বাবধায়ক এই সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের আশা ও আস্থা অনেক। সেনাপতিরা সামনে এসে নয়, পিছন থেকে সহায়তা করে এই মহতি উদ্যোগকে এগিয়ে নেবে, সাফল্য মন্ডিত করবে, নব বর্ষের এই উষা লগ্নে নতুন তত্ববধায়ক সরকারের কাছে জাতীর এক ঐকান্তিক ও শেষ প্রত্যাশা। বড় কষ্টের, বড় লজ্জার এ এক অদ্ভূত অনুভূতি। উচ্ছৃঙ্খল গৃহকর্তার অদূরদর্শীতা, উদাসিনতা, স্বেচ্ছাচারিতা আর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার শেষ প্রচেষ্টায় বাড়ীতে বেড়াতে আসা ক্ষমতাশালী অতিথির কাছে পরিবারের সদস্যদের পরিবারকে বাঁচানর এ যেন এক অন্তিম আকুতি। হয়তো অশোভন তবু বেঁচে থাকার, বেঁচে উঠার শেষ প্রচেষ্টায় এখনও যেন সার্বিক ভাবেই অভিনন্দিত।

পুরনো জরাজীর্নতার অবসান হোক, নবীন প্রাণের স্পন্দনে আন্দোলিত হোক বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন। এই পরিবর্তন আসুক সামনের রাস্তা দিয়ে, আইনের পথ ধরে। যে ভাগ্যের চাকা ১৪১৩ এসে ঘুরতে শুরু করেছে সেই চাকা যেন ১৪১৪ তে এসে আরও গতিশীল হয় সেটাই এই নব বর্ষের ঐকান্তিক কামনা।

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, ২০শে এপ্রিল, ২০০৭.